মূল : সায়েদ মুহাম্মদ মোস্তফা আল বাকরী
অনুবাদঃ শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী

মহান আল্লাহর

সুন্দর নামসমূহের ব্যাখ্যা

বই	**মহান আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের ব্যাখ্যা**
মূল	সাইয়েদ মুহাম্মাদ মোস্তফা আল-বাকরী
অনুবাদ	শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী
সম্পাদনা	শাইখ আব্দুল আল-কাফী বিন আব্দুল জলীল মাদানী
প্রুফদ্রষ্টা	মাহিন আলম
প্রকাশনায়	দারুল কারার পাবলিকেশন্স

أَسْمَاءُ اللهِ الْحُسْنى

للسيد محمد مصطفى البكري
ترجمة الداعية: عبد الله الهادي عبد الجليل
مراجعة الداعية: عبد الله الكافي عبد الجليل

মহান আল্লাহর
সুন্দর নামসমূহের ব্যাখ্যা

মূলঃ সাইয়েদ মুহাম্মাদ মোস্তফা আল-বাকরী
অনুবাদঃ শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী
সম্পাদনাঃ শাইখ আব্দুল্লাহ আল-কাফী বিন আব্দুল জলীল মাদানী

দারুলকারার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

অনুবাদক পরিচিতি ৭

ভূমিকা ৯

আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের মর্যাদা ১২

মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন তাঁকে চেনার সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম ১৩

আল্লাহর নামও গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম ১৪

মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলি দুআ কবুলের মাধ্যম ১৪
আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করলে তা আমাদের জীবনে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে ১৬
আল্লাহর নাম কি নিরানব্বইটিতে সীমাবদ্ধ? ১৭
মহান আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ এবং সেগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ১৯
একনজরে মহান আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ এবং সেগুলোর অর্থ ১১৮
আমাদের বইসমূহ ১২৭

অনুবাদক পরিচিতি

শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানি (হাফিযাহুল্লাহ) ১৯৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখ বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার এক স্বনামধন্য মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কৃতিত্বের সাথে ১৯৯৬ সালে দাখিল (এসএসসি), ১৯৯৮ সালে আলিম (এইচএসসি), ২০০০ সালে ফাজিল (স্নাতক) পাশ করার পাশাপাশি মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ঢাকা থেকে-দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন।

শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল (হাফিযাহুল্লাহ) বাংলাদেশের তরুণ উদীয়মান আলেমদের একজন, যিনি বাংলাদেশের মাদ্রাসার গণ্ডি পেরিয়ে, বর্তমান দুনিয়ার ইসলামি শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম বিদ্যাপীঠ মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সেখানে তিনি আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ২০০৭ সালে লিসান্স সম্পন্ন করেন।

পড়াশোনা শেষ করে শাইখ হিজরি ১৪২৮ মোতাবেক ২০০৭ খৃষ্টাব্দ থেকে এখন পর্যন্ত সৌদি আরবের স্বনামধন্য দাওয়াহ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টারে দাঈ, শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ব্যবহার করেন অথচ শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল (হাফিজাহুল্লাহ)-কে চিনে না এমন মানুষ খুব কমই রয়েছে। তিনি গবেষণার পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে সালাফদের মানহাজ-এর আলোকে সুস্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ

লেখনীর মাধ্যমে দ্বীনের মৌলিক মাসআলা-মাসায়েল গুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করে দ্বীনের খেদমত করে চলেছেন।শাইখের লেখনীর মাধ্যমে হাজারো মানুষ দ্বীন সম্পর্কে তাদের অজানা বিষয়গুলো খুব সহজেই জেনে নিতে পারছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

সর্বস্তরের মানুষের মাঝে বিশুদ্ধ ইলমি খেদমত পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শাইখ বেশ কিছু বই লিখেছেন ও অনুবাদ করেছেন এবং বহু বই সম্পাদনা করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

শাইখের অনুদিত, লিখিত ও সম্পাদিত (প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত) কিছু বইয়ের তালিকা

১. আকিদা (আকিদা বিষয়ক ৫০টি প্রশ্নোত্তর ও আকিদার সারকথা)
২. দুই নক্ষত্র (আল্লামা নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী ও শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহ. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী)
৩. হুতি শিয়াদের আসল চেহারা
৪. তওবা জান্নাতের সিঁড়ি
৫. ইসলাম প্রচারের ৭২টি হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতি
৬. মৃত্যু ও কবর সম্পর্কে করণীয় ও বর্জনীয়
৭. ইসলামে মানবাধিকার
৮. মহান আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের ব্যাখ্যা
৯. ইসলামের সৌন্দর্য
১০. রাসূল ﷺ-এর বহু বিবাহ : আপত্তি ও তার জবাব
১১. প্রেরণা: রাসূল ﷺ এর চরিত্র মাধুরী
১২. কুরআনখানি ও ইসালে সওয়াব
১৩. ১০০টি কবিরা গুনাহ
১৪. ঈমান দুর্বলতা: কারণ ও চিকিৎসা
১৫. বছরব্যাপী সুন্নাত ও বিদআত
১৬. আল ইরশাদ ইলা সহীহুল ইতিকাদ (শাইখ সালেহ আল ফাওযান)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি, মহান আরশের মালিক, মহাশক্তিধর, সুনিপুণ স্রষ্টা, পরম দয়ালু, অসীম করুণার আধার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পরিচয় যথার্থভাবে প্রকাশ করার মতো ভাষা আমাদের নেই। তাঁর যথার্থ সৌন্দর্য ও গুণাগুণ তুলে ধরার যোগ্যতা সৃষ্টি জীবের সাধ্যের বাইরে। তবুও যেহেতু তাঁর পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করা সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদত, এর জন্য সময়, শ্রম, অর্থ ব্যয় করা তাঁর নৈকট্য অর্জন করার শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম, সেহেতু মানবীয় সাধ্যানুযায়ী তাঁর সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করা আমাদের সকলের কর্তব্য।

সউদী আরবের আল-জুবাইল সিটিতে সউদী রয়েল কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত 'হেরিটেজ অ্যাক্সিবিশন ২০১৫'-তে 'আল্লাহর সুন্দর নাম' শীর্ষক একটি প্রদর্শনী দর্শকদের হৃদয় জয় করে। সেই প্রদর্শনীতে গিয়ে এ

সংক্রান্ত একটি ছোট্ট পুস্তিকা উপহার পাই। পুস্তিকাটি হাতে পেয়ে খুব চমৎকৃত হই। বাংলা ভাষায় আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে কিছু লিখন থাকলেও তত্ত্ব ও দলীলসমৃদ্ধ উক্ত পুস্তিকাটি আমার নিকট অনন্য মনে হওয়ায় এটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তারপর সেটির অনুবাদ সমাপ্ত করে ফেলি আলহামদুলিল্লাহ।

পুস্তিকাটির কিছু বৈশিষ্ট্য:

- কাছাকাছি অর্থবোধক আল্লাহর নামগুলো এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।
- সংক্ষিপ্ত ও বোধগম্য আকারে নামসমূহের ব্যাখ্যা পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।
- প্রতিটি নাম কুরআনুল কারীমে কত বার এসেছে তার সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে আর কুরআনে না থাকলে হাদীস পেশ করা হয়েছে।
- প্রতিটি নামের পক্ষে কুরআন বা হাদীস থেকে একটি করে দলীল পেশ করা হয়েছে।
- এই পুস্তিকাটিতে ১০৮টি আল্লাহর নাম ও সেগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

দুআ করি, এই পুস্তিকাটি যেন মহান আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের দরজাকে উন্মুক্ত করে দেয়। আমরা যেন সঠিকভাবে আল্লাহর পরিচয় লাভ করে তাঁর প্রতি যথার্থ ভালোবাসা ও ভয়ভীতি অর্জন করতে পারি এবং তাঁর আদেশ-নিষেধগুলোকে মান্য করার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হই।

পরিশেষে, সুবিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো, এই পুস্তিকাটির কোথাও যদি অসামঞ্জস্য বা ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় তবে নির্দ্বিধায় আমাদেরকে জানাবেন। যেন আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নিতে পারি। আল্লাহই তাওফীক দাতা। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

বিনীত নিবেদক,
আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল
লিসান্স, মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়
(আল-হাদীস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ)
দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ অ্যান্ড গাইডেন্স সেন্টার, সউদী আরব
তারিখ: ৯/০৬/২০১৫
abuafnan12@gmail.com, Mob: +966571709362

আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের মর্যাদা

আমাদের হৃদয়ে মহান আল্লাহর প্রতি যথার্থ ভালোবাসা সৃষ্টি হবে না যদি আমরা তার সম্পর্কে জানতে না পরি। তাঁকে আমরা যথার্থভাবে ভয় করতে পারব না, যদি আমরা তাঁকে না চিনি। তার ইবাদতও সঠিকভাবে করতে সক্ষম হব না, যদি তাঁর পরিচয় লাভ করতে ব্যর্থ হই। আমরা তাঁর আদেশ-নিষেধের যথার্থতাও বুঝতে ব্যর্থ হব, তাঁর সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে। আর সুমহান আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভের জন্য তাঁর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার কোনো বিকল্প নেই। তাই আমরা তাঁর পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের মানবীয় সাধ্যানুপাতে যত বেশি চেষ্টা ও সাধনা করব, সময় ও শ্রম ব্যয় করব আমাদের ইহ ও পারলৌকিক জীবন তত বেশি সুন্দর, অর্থবহ ও সাফল্য মণ্ডিত হবে ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন তাঁকে চেনার সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম

উবাই ইবনে কা'ব ﵁ হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ-এর কাছে মুশরিকরা এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনি আমাদেরকে আপনার রবের বংশ পরিচয় দিন। তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন:

﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

"(হে নবী) আপনি বলে দিন, তিনি আল্লাহ একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"[১]

❀ ❀

১. মুসনাদ আহমাদ ২১২১৯, তিরমিযি ৩৩৬৪। আল্লামা আলবানী ﵀ এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

আল্লাহর নামও গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

«إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

“আল্লাহর এমন নিরানব্বইটি- এক কম একশটি নাম- রয়েছে, যে-ব্যক্তি সেগুলো সংরক্ষণ করবে (তথা মুখস্থ করার পাশাপাশি সেগুলো বুঝে আমল করবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”[২]

মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলি দুআ কবুলের মাধ্যম

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلِلّٰهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾

২. বুখারী ২৭৩৬, ৭৩৯২ ও মুসলিম ২৬৭৭

"আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। তোমরা সে সব নাম ধরে তাঁর নিকট দুআ করো।"[৩]

বুরাইদা ইবনুল হুসাইব ﵁ হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে এই দুআটি বলতে শুনলেন,

«اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ»

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি এই ওসিলায় আপনার নিকট প্রার্থনা করছি যে, আমি সাক্ষ্য দেই, আল্লাহ আপনি ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নাই, আপনি একক এবং মুখাপেক্ষী নন। যিনি কাউকে জন্ম দেননি, কারো নিকট থেকে জন্ম নেননি। যার সমকক্ষ কেউ নেই।" তখন তিনি বললেন:

«لَقَدْ سَأَلْتَ اللهَ بِالِاسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ»

"তুমি এমন নাম ধরে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছ, যে নাম ধরে প্রর্থনা করলে তিনি দান করেন এবং যে নাম ধরে ডাকলে তিনি ডাকে সাড়া দেন।"[৪]

---

৩. সূরা আল-আরাফ ৭ : ১৮০

৪. তিরমিযি, ৩৪৭৫, আবু দাউদ ১৪৯৩, ইবনে মাজাহ, ৩৮৫৭। আল্লামা আলবানী ﵀ এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।